8 MAR 2003

তারিখ ... 8 MAR 2003 ...
পৃষ্ঠা ... 8 ... কলাম ... ৮

সংবাদ

এরপরও কি কোচিং ব্যবসা চলতেই থাকবে

কোচিং সেন্টারগুলো আমাদের দেশে অনেকদিন ধরেই জমজমাট ব্যবসা করছে। এর ক্ষতিকর দিক নিয়ে আলাপ-আলোচনা কম হয়নি; কিন্তু সেসব কেউ কানে তোলেনি। এদিকে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা কোচিং সেন্টারগুলো নানা রকম ছল-চাতুরি-প্রতারণার মাধ্যমে শিক্ষার সর্বনাশ ঘটিয়ে চলছে। সর্বশেষ বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ঘটনার সঙ্গে একাধিক কোচিং সেন্টারের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ তাদের অনৈতিক কর্মকাণ্ডেরই চরম বহিঃপ্রকাশ।

শিক্ষার নামে কোচিং ব্যবসা দেশের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। সচেতন শিক্ষক, সাধারণ ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা কোচিংয়ের নামে এ ব্যবসা বন্ধের পক্ষে অভিমত দিয়েছেন। বিভিন্ন সময় পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসসহ শিক্ষাক্ষেত্রে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির মূলে রয়েছে এ কোচিং ব্যবসা। কোচিং সেন্টারের প্রভাবে শিক্ষার মান নিম্নমুখী হওয়ায় সরকারের পক্ষ থেকে একাধিকবার কোচিং ব্যবসা বন্ধের উদ্যোগ নেয়া হলেও শেষ পর্যন্ত তা কার্যকর হয়নি। এদিকে কোচিং সেন্টারগুলো নানা কৌশলে তাদের জোরদার ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। চমকপ্রদ বিজ্ঞাপন আর নজরকাড়া প্রসপেক্টাসের মাধ্যমে কোচিং সেন্টারগুলো ছাত্রছাত্রীদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা চালায়। শহর থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত এখন কোচিং ব্যবসার ছড়াছড়ি। প্রাথমিক থেকে শুরু করে উচ্চ শিক্ষার পর্যায় পর্যন্ত কোচিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রাথমিক মাধ্যমিক স্কুল, ক্যাডেট কলেজ, বুয়েট, মেডিক্যাল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি এমনকি বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার জন্যও রয়েছে কোচিংয়ের ব্যবস্থা। এছাড়া প্রতিটি ক্লাসে অ্যাকাডেমিক কোচিং, সেনাবাহিনীতে ভর্তি, টোফেল, জিআরই ও জিম্যাটের জন্যও কোচিং করানো হয়। ইদানীং এ কোচিং ব্যবসার আড়ালে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ব্যবসাও যুক্ত হয়েছে। এটা খুবই লাভজনক বলে এদিকেই কোচিং সেন্টারগুলো সর্বশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ করেছে।

প্রশ্নপত্র ফাঁস করার জন্য কোচিং সেন্টারগুলো নানা কৌশল প্রয়োগ করে। স্কুল-কলেজের নামিদামি শিক্ষকদের বেশি টাকার বিনিময়ে কোচিং সেন্টারে যুক্ত করা হয়। এক শ্রেণীর শিক্ষক পরীক্ষার জন্য স্কুলে যেসব প্রশ্নপত্র দেন তা কোচিংয়ের ছাত্রছাত্রীদেরও দেন। ফলে যেসব ছাত্রছাত্রী কোচিং করে তারা সহজেই খুব কম পড়ে ভাল ফলাফল করে। এতে কোচিংয়ের সুনাম বাড়ে, ব্যবসাও বাড়ে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ও বিসিএস পর্যায়ের কোচিংয়ের ক্ষেত্রেও বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষক এবং বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কিছু সরকারি কর্মকর্তা জড়িত আছেন। তাদের মাধ্যমে পরীক্ষার 'শর্ট সাজেশন' পাওয়া যায়, যার অধিকাংশ পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের সঙ্গে মিলে যায়। গত মাসে কোচিং সেন্টারের মাধ্যমে চারুকলা ইনস্টিটিউটের প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছিল। কর্তৃপক্ষ পরে পরীক্ষাটি বাতিল করতে বাধ্য হন। এই কোচিং সেন্টারগুলো পরীক্ষার সময় বাছাই করা পরীক্ষার্থীদের পাশাপাশি আসন ফেলারও ব্যবস্থা করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু অসাধু ব্যক্তি, ব্যাংক কর্মচারী ও পিএসসির কর্মচারীদের যোগসাজশে এ কাজ হয় বলে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়। গত মাসে পাশাপাশি আসন ফেলা এবং নম্বরপত্র পরিবর্তন করে পরীক্ষা দেয়ার অভিযোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'গ' ও 'ঘ' ইউনিটের প্রায় ২ হাজার পরীক্ষার্থীর খাতা বাতিল হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় ডিন অফিস সূত্রে জানা গেছে, পুরো ঘটনাটি ঘটিয়েছে ৪টি কোচিং সেন্টার। এমনিভাবে কোচিং সেন্টারগুলো বর্তমানে নানা অপতৎপরতার আখড়ায় পরিণত হয়েছে। প্রতিটি কোচিং সেন্টার স্থানীয় প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, এমপি, মন্ত্রী, আমলা এবং পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক রাখে। কর্তাব্যক্তিদের ছেলেমেয়েদের কোচিং সেন্টারগুলো ফ্রি কোচিং করায়। আর এ সুযোগ নিয়ে কোচিং ব্যবসায়ীরা নানা ধরনের অনৈতিক কাজ নির্বিঘ্নে করে। অনেক মন্ত্রী, এমপি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিসহ সরকারি কর্মকর্তা কোচিং সেন্টারের বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও যান। এভাবে তারা কোচিং ব্যবসাকে উৎসাহ ও বৈধতা দিয়ে থাকেন, যা খুবই দুর্ভাগ্যজনক।

গত কয়েক বছরে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রি পরীক্ষা, সমাজসেবা পরিদর্শক পদে নিয়োগ পরীক্ষা, প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা, সাব-ইন্সপেক্টর নিয়োগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটছে। এর সঙ্গে কোচিং সেন্টারগুলো যুক্ত বলে পত্রপত্রিকায় সুনির্দিষ্ট প্রমাণসহ উল্লেখ করা হয়েছে।

মোট কথা, শিক্ষা ব্যবস্থায় কোচিংয়ের কুফল ছাড়া কোন সুফলই দেখা যাচ্ছে না। টাকার বিনিময়ে সবকিছু হচ্ছে এবং কোচিং ব্যবসায়ীরাই তা করছে। শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার কারণেই এমনটি ঘটছে বলে শিক্ষাবিদরা মনে করছেন। এ অবস্থায় শিক্ষা ব্যবস্থা ও পরীক্ষা পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন কোচিং সেন্টারগুলো নিষিদ্ধ করা। কিন্তু প্রশ্ন হলো, সরকার কি এ কাজটি আদৌ করবে?

সম্পাদকীয়